সঙ্গত

তৃষ্ণা বসাক

এতক্ষণ সব একই রকম ছিল। ও ঘরে গাঁক গাঁক করে বেব্লেড চলছে, এ ঘরে তারস্বরে পোকেমন। লিও যখন আরুণির স্মার্টফোন নিয়ে টানাটানি করছে গেমস খেলবে বলে, কোকোও তখন তার মার মোবাইল নেবার বায়না জুড়েছে বিউটিক্যামে ছবি তুলবে বলে। লিও ডিনারে কৃষ্ণাদির হোটেলে ভাত মাছ পোস্ত না খেয়ে বিরিয়ানি খেতে চাইলে, কোকোও খেতে চেয়েছে পিৎজা। বাড়িতে হলে হয়তো আমি বা মঞ্জরী, কোকোর ওপর রেগে উঠতাম। কিন্তু এখানে আমরা উল্টে খুশি হচ্ছি। আমরা তিনজন আর ওরা তিনজন, যত একইরকম ভাবে, তাতে তাল মিলিয়ে এই তিনদিন কাটিয়ে দিতে পারি ততই উইকেন্ড জমে যাবে। বড়দের নিয়ে অবশ্য সমস্যা নেই, আরুণি হুইস্কি খেলে, আমি ও রসের তেমন রসিক না হলেও এক পেগ অন্তত খেয়ে নেব। আরুণির বৌ খুব একটা কেনাকাটা করতে ভালোবাসে না, কিন্তু মঞ্জরী সোনাঝুরির হাটে খেসের শাড়ি আর পোড়ামাটির গয়না পাগলের মতো কিনলে ও-ও দু-একটা কিনবে। একে বলে সঙ্গত। তাছাড়া খরচ যখন সমান দু'ভাগ হবে, তখন কোনো কিছুতে না বলা মানে তো ঠকে যাওয়া। কিন্তু ছোটরা তো এসব বুঝবে না। এই কোকোই তো কাল যখন সবার জন্যে কর্নেটোর অর্ডার দেওয়া হলো, ও চকোবার খাওয়ার জন্যে হাত পা ছুঁড়ে একশা। বলে কিনা 'আই হেট কর্নেটো' ভাবা যায়! কোথায় পঁয়তাল্লিশ টাকার কর্নেটো, আর কোথায় বারো টাকার চকোবার! তবু বাড়ি থেকে পই পই করে বুঝিয়ে আনার জন্যেই হোক, কিংবা ওর মার দু-চারটে গোপন কিল চড়ের জন্যেই হোক, কোকো মোটের ওপর ছন্দেই আছে। লিওও। আর অভিজ্ঞতা থেকে জানি, বাচ্চারা খাপে খাপ থাকলে উইকেন্ড জমে যায়! আর এটা তো ভীষণ স্পেশ্যাল ট্যুর। শান্তিনেকেতনের বসন্তোৎসব। আমরা কেউই আসিনি আগে। ভিড়ের ভয়ে, কিংবা অন্য কোনো বাধা এসে পড়েছে। এবার হঠাৎ আরুণি নাচাল সবাইকে। ও-ই বহু কষ্টে, অনেক বেশি টাকা দিয়ে এই গেস্ট হাউসটা জোগাড় করল। সত্যি, না এলে খুব মিস করতাম। হাওয়ায় আবিরের সঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো আনন্দ। আর পৃথিবীর যত সুন্দরী মেয়ে যেন এই সময় এখানে। মঞ্জিমাকেও যেন নতুন করে আবিষ্কার করলাম। হলুদ শাড়ি আর পলাশের মালায় ওকে কি আশ্চর্য সুন্দর লাগছে। আরুণির বৌ পরমাকেও। কেমন একটা বিষণ্ণতা সেই সৌন্দর্যকে অপার্থিব করে তুলেছে। কিসে বিষাদ কে জানে!

ভোর বেলায় উঠে বসন্তোৎসব দেখা, ওখান থেকে সোজা সোনাঝুরির হাটে, ফিরে খেয়েদেয়ে আবার বেরিয়ে পড়েছি সন্ধেয় তাসের দেশ থেকে ফিরব। আমাদের খুব একটা ইচ্ছে ছিল না। টায়ার্ড তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের নাচটাচ কেমন ব্যাকডেটেড লাগে। কিন্তু

ওই, না গেলে ওদের কাছে অসাংস্কৃতিক হয়ে যাব না? গেলাম। মাঠে বসে দেখতে মন্দ লাগল না। কেমন যেন একটা চাপা কষ্ট। কী একটা আছে এখানকার হাওয়ায়। ফেরার পথে সবাই বেশ চুপচাপ। বাচ্চারাও। হঠাৎ লিও ওর মার কানে কানে কী একটা বলল। পরমা একটু অস্বস্তি নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলে 'তোমারা এগিয়ে যাও। লিও একটা গাছ দেখতে চাইছে'।

গাছ। বাবা ওর ঝুরি থেকে আমায় দোল দিত, আর মা দুরে বসে দেখে হাসত।' মঞ্জিমা বলে 'দুৎ কী সব বলছিস। সেটা অন্য কোথাও হবে। তোর বাবা তো বলল শান্তিনিকেতনে তোরা প্রথম' আমি চোখের ইশারায় মঞ্জিমাকে চুপ করতে বলি। তারপর ফিসফিস করে বলি 'তোমাকে বলেছি, মনে নেই, পরমার এটা সেকেন্ড বিয়ে। লিও তো সেই স্বামীর' বলতে বলতেই দেখি পরমা লিওর হাত শক্ত করে ধরে কোনো একটা বিশেষ গাছের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কোকো অবাক হয়ে বলে 'লিও যাচ্ছে, আমি যাব না বাবা?' এই ভ্রমণে এই প্রথম, আমরা কোকোকে লিওর সঙ্গে সমানতালে এগোতে দিই না। বরং মঞ্জিমা আর আমি দুপাশ থেকে আঁকড়ে ধরে রাখি আমাদের মেয়েকে।